আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৪ ■ সংখ্যা ১ ■ জানুয়ারি-মার্চ ২০২২

- মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ
  আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- কারিগরি শিক্ষায়
  ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৪ ❑ সংখ্যা ১ ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০২২

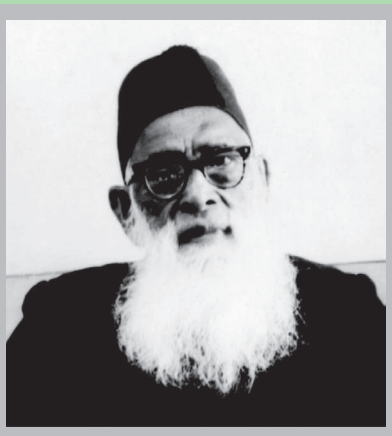

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

নতুন ইংরেজি বছরের শুভেচ্ছা।

আরো একটি বছর আমরা কাটালাম উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে। কভিড-১৯ কিছুটা স্তিমিত হওয়ার পথে। তবে এ বছরও (২০২২) আমাদের সচেতন থাকতে হবে। নতুন ধরনের কিছু ভ্যারিয়েন্ট হানা দিতে পারে। এর মাঝেই সব কাজ যথাযথভাবে শেষ করা চেষ্টা করতে হবে। গত বছর উদ্বেগের মাঝেও আমরা নতুন উদ্যমে কাজ করেছি।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বরাবর কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে থাকে। এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন তৈরি করা হলো এ বিষয়ের ওপর। 'কারিগরি শিক্ষায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' শিরোনামের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি লিখেছেন জাহাঙ্গীর আলম। তিনি পুরো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। ১৯৮৫ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ড্যাম) বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক আউটরিচ সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জীবিকার দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করে আসছে। প্রয়োজন ভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে পল্লবী ও শ্যামলী কেন্দ্রে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তরণ প্রকল্পের অধীনে। বর্তমানে, পল্লবী ও শ্যামলী ভিটিআই-এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত কোর্সগুলি অফার করা হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ/ কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন/ড্রেস মেকিং এবং সেলাই করা/সেলাই মেশিনঅপারেশন/মোবাইল ফোন সার্ভিসিং/বিউটিশিয়ান কোর্স

মাদক নির্ভরশীলতা একটা বড় ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা। মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলছেন মাদক নির্ভরশীলদের প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা। এ নিয়ে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন। তাঁর মতে 'মাদক নির্ভরশীলদের সঠিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য রোগ ও সমস্যাসমূহ নিরূপণ করে চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোগীর মাদক গ্রহণের প্রকৃতি, পরিমাণ, তার পারিবারিক সমস্যা, অতীত অভিজ্ঞতা, সামাজিক অবস্থান ও পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি ইত্যাদি ভালোভাবে নিরূপণ করে চিকিৎসা পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। চিকিৎসা পরিকল্পনায় রোগী, কাউন্সেলর, পরিবারের সদস্য এবং চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে অংশ নিবেন। প্রতিটি ব্যক্তির সমস্যার ভিন্ন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। তাই চিকিৎসা পরিকল্পনা ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে হওয়া উচিত। সকলের জন্য একই চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক সময় কার্যকর নাও হতে পারে।'

অন্যান্য নিয়মিত বিভাগগুলো প্রকাশিত হলো সাম্প্রতিকতম তথ্য সংযুক্ত করে।

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ৩-৫
মেধাবী শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষে
আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- মো. শামছুল হক

৬
কারিগরি শিক্ষায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
- জাহাঙ্গীর আলম

শিক্ষা ১২-১৬
স্বাস্থ্য ১৭-২০
বিবিধ ২১

১০
মাদক নির্ভরশীলদের প্রয়োজন
দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা
- ইকবাল মাসুদ

১২
পথশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়
ক্রসসেক্টর বডি গঠনের সুপারিশ

১৩
'অধিকার' প্রকল্পের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

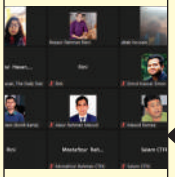

২০
'পাবলিক প্লেস শতভাগ ধূমপানমুক্ত করণ
স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করার দাবি'

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

মেধাবী শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মো. শামছুল হক

বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মুলত বিজ্ঞান, প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও ব্যবসা শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে। ঢাকা আহছানিয়া মিশন অলাভজনক একটি স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠান, যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত সমাজ সেবক ও শিক্ষাবিদ হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মুলত বিজ্ঞান, প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও ব্যবসা শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী রফিকুল আলম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহীর নির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলমান।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মানের দিক দিয়ে উপরের কাতারে অবস্থান করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সবার উপরে অবস্থান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। স্পেনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিমাগোর ২০২১ সালের র‍্যাংকিং অনুযায়ী আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে র‍্যাংকিং-এ উপরে অবস্থান করছে।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জার্মানির প্রতিষ্ঠান এনজেলবাট স্ট্রাউস ও জিআইজেড-এর মধ্যে এমওএউ সই হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০। শ্বিবদ্যিালয়রে পক্ষে ভাইস চ্যান্সলের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী, এনজলেবাট স্ট্রাউসরে পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির মালিক স্টেফেন স্ট্রাউস ও জিআইজেড-এর কোঅর্ডিনেটর অব টক্সেটাইল ক্লাস্টার ওর্য়ানার লাংগে এমওইউতে সই করনে।

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে দেশের ও দেশের বাইরে বিভিন্ন সংস্থা ও খ্যাত নামা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমওইউ করা আছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো কপিন স্টেট ইউনিভার্সিটি, বল্টিমোর, ম্যারিল্যান্ড, ইউএসএ, আলবোরগ ইউনিভার্সিটি, ডেনমার্ক, উহান টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি, চীন, হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্স ইনস্টিটিউট, ওয়াল্টন (ওয়াল্টন ডিজি-টেক ইন্ডাসিজ লি.), নিউরাল সেমিকন্ডাক্টর লি., ভেনচুরাস লি., ড্যাম হেল্থ অ্যান্ড ওয়াশ সেক্টর, বিজিএমইএ, বিআরটিসি, এনজেলবাট স্ট্রাউস, ডিবিএল গ্রুপ, ওয়ার্কপ্লেস স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, নিউজিল্যান্ড, মিলেটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি (এমআইএসটি), ইউনিভার্সিটি অব নিস সোফিয়া এন্টিপলিস, ফ্যান্স, দ্য ইউনির্ভাসিটি অব ভুয়াইমিং ইউএসএ, দ্য ওয়াসিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ, দ্য ইউনিভার্সিটি অব হিউসটন, ইউএসএ, এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি), থাইল্যান্ড, ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান, ফ্লিন্ট, ইউএসএ, ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটি, ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড, ট্যাক্স হাউজ বাংলাদেশ লি.।

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে আন্ডার গ্রায়াজুয়েটে পড়ানো হয় আর্কিটেকচার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাসট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাক্টশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিবিএ। পোস্ট গ্রাজুয়েশনে পড়ানো হয় আর্কিটেকচার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত, এমবিএ ও ইভিনিং এমবিএ।

> শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিশাল বই-এর ভান্ডার সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। যার মধ্যে Digital Access Centre এর টার্মিনাল বিদ্যমান। দেশি-বিদেশি অনেক বই, জার্নাল পড়ার সুয়োগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজধানী ঢাকার প্রাণ কেন্দ্র তেজগাঁও-এ নিজস্ব ক্যাম্পাসে অবস্থিত। ৫ বিঘা জমির উপর দুই তলা বেজমেন্টসহ ১০ তলা বিশিষ্ট ব্লিডিং রয়েছে। এছাড়াও এই ক্যাম্পাসের কাছেই একটি অ্যানেক্স বিল্ডিং করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও অত্যাধুনিক সব সুবিধা সম্পূর্ণ শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিশাল বই-এর ভান্ডার সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। যার মধ্যে Digital Access Centre এর টার্মিনাল বিদ্যমান। দেশি-বিদেশি অনেক বই, জার্নাল পড়ার সুয়োগ রয়েছে। ক্যাফেটেরিয়া, অত্যাধুনিক ল্যাব, মেডিকেল সেন্টার, মসজিদ, টেবিল টেনিস গ্রান্ড, হলসহ বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশে বিদেশে কর্মক্ষেত্রেও রাখছেন সাফল্যের অবদান্। বাংলাদেশের বতর্মানে মেগা প্রকল্পগুলোতে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যায়ন করে পাশ করে যাওয়া শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বিশেষ

করে সরকারের বর্তমান মেগা প্রকল্প ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬-এ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক স্নাতক কাজ করছেন। ওই প্রকল্প প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভালো করছেন। তাদের দক্ষতায় তারা খুশি এবং তাদের সাফল্য কামনা করেন। এছাড়া পদ্মা সেতু প্রকল্পে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বেশি প্রকৌশলী কাজ করছে। শুধু দেশেই নয় বিদেশের খ্যাত নামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভালো করছেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা। তারা বিদেশের গুগলসহ অনেক প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে খুব ভালো করছেন।

২০২০ সালে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের বসন্ত বরণ অনুষ্ঠানের অংশ বিশেষ।

প্রফেসর ড. সাইফুর রহমান, দক্ষিণ এশিয়া হতে প্রায় একশত বছরের ইতিহাসে আইইই (*IEEE*)-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট (নির্বাচিত) হওয়ায় আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সংবর্ধনার আয়োজন করে ১২ ডিসেম্বর ২০২১ইং তারিখ। এ সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। এতে সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোভিসির দায়িত্বে রয়েছেন প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান, ট্রেজারার পদে প্রফেসর ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. এম. এইচ. খান। বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে খ্যাতনামা ফ্যাকাল্টি মেম্বার। ফ্যাকাল্টিরা বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ফলে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে দিনের পর দিন। তাই দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের এখন প্রধান টার্গেট হচ্ছে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য বেশ প্রতিযোগিতা করতে হয় শিক্ষার্থীদের। স্বপ্নের এই ক্যাম্পাসে ভর্তি হতে হলে পরীক্ষায় বসতে হয় শিক্ষার্থীদের।

মো. শামছুল হক, জনসংযোগ কর্মকর্তা, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি মেরামতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে শিক্ষার্থীরা

কারিগরি শিক্ষায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

জাহাঙ্গীর আলম

১৯৮৫ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ড্যাম) বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক আউটরিচ সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জীবিকার দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করে আসছে

বৃত্তিমূলক শিক্ষা এমন একটি শিক্ষা যা দক্ষতা, জ্ঞান এবং মনোভাব অর্জন নিশ্চিত করে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার জন্য একজন দক্ষ কর্মী হিসাবে শিল্পের দলে কাজ করার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে লাভজনকভাবে নিয়োগ বা স্বনির্ভর হওয়ার জন্য ব্যক্তিদের প্রস্তুত করতেও অবদান রাখে।

ভিটিআই প্রশিক্ষণার্থীদের স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য চিকিৎসা, সহায়ক ডিভাইস এবং সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা করে। প্রশিক্ষণার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগও পায়। সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর ভিটিআই চাকরি নিশ্চিত করে।

১৯৮৫ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ড্যাম) বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক আউটরিচ সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জীবিকার দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করে আসছে। দক্ষতা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি DAM ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনসহ কর্মসংস্থান সহায়তা পরিসেবা প্রদান করে। সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আটটি (পল্লবী, শ্যামলী, মিরপুর, গাজীপুর, বোর্ডবাজার, আশুলিয়া, যশোর, কক্সবাজার) পূর্ণাঙ্গ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য এই কেন্দ্রগুলি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (SDT) প্রোগ্রামের উপাদানগুলি হল:

১. দক্ষ জনশক্তির চাহিদা নির্ধারণ এবং যুব-লক্ষ্যযুক্ত মজুরি ভর্তুকি প্রদান এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের সাথে কর্মসংস্থান প্রদান কর্মসূচি
২. প্রত্যাশিত প্রশিক্ষক এবং মূল্যায়নকারী প্রদান করা

৩. শিল্প থেকে সোর্সিং প্রশিক্ষক প্রদান
৪. প্রতিটি পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার উপর ভিত্তি করে পাঠ্যক্রম তৈরি করা
৫. প্রাসঙ্গিক দক্ষতার মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণার্থীকে প্রত্যয়ন করা
৬. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তাদের ন্যায়সঙ্গত অ্যাক্সেসের জন্য ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিতে বিনিয়োগ করা অ-আর্থিক পরিষেবাগুলির সাথে মিলিত মূলধন অ্যাক্সেসের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তাদের সমর্থন করা
৭. নেটওয়ার্কিং এবং অংশীদারিত্ব উন্নয়নের পাশাপাশি তরুণ চাকরিপ্রার্থীদের লক্ষ্য করে চাকরির তথ্য এবং কর্মসংস্থান পরিষেবাগুলি প্রসারিত করা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় পর্যায়ের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে - সংক্ষিপ্ত কোর্সের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতে প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করে। DAM-এর উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছে যেখানে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স অফার করার জন্য উপলব্ধ প্রশিক্ষণের পরিবেশ রয়েছে যা কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস সময়কালের মধ্যে, বিকাশ করা পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে এবং সেগুলি যুব ও প্রাপ্তবয়স্কদের প্রশিক্ষণের জন্য সরবরাহ করা হয়, কঠোর মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয় এবং সমাপ্তির পরে মূল্যায়ন প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। বর্তমানে চলমান স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ (STT) কোর্সগুলির মধ্যে অনেকগুলি নতুন প্রবেশকারীদের জন্য যা তুলনামূলকভাবে সুযোগ প্রসারিত করেছে এবং লাভজনক কাজের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রস্তুত করেছে। এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে - কোর্সগুলি কম সময়ের ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা খুবসহজে গ্রহণকরে, এবং কোর্সগুলি পরবর্তীতে চাকরির ভূমিকাগুলি করতে বা শ্রমবাজারে কাজ করার জন্য তাদের প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সংগঠিত অনেক শিক্ষার্থীই প্রথম-প্রজন্মের শিক্ষার্থী (FGL) যাদের শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট চাকরি/বাণিজ্যে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না, বরং সামগ্রিক শিক্ষা -NTVQF স্তরের সাথে সংযুক্ত - যা কেবল ডোমেন জ্ঞানই নয়, সাধারণ জ্ঞানও কভার করে। শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত কোর্সই নয় বরং প্রয়োজন ভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে পল্লবী ও শ্যামলী কেন্দ্রে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তরণ প্রকল্পের অধীনে। বর্তমানে, পল্লবী ও শ্যামলী ভিটিআই-এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত কোর্সগুলি অফার করা হয়। এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন
- ড্রেস মেকিং এবং সেলাই করা
- সেলাই মেশিন অপারেশন
- মোবাইল ফোন সার্ভিসিং
- বিউটিশিয়ান কোর্স

তাছাড়া, পল্লবী ও শ্যামলী VTIs ২০২২-২০২৩ সালের বাজেট অনুযায়ী ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, প্লাম্বিং, রাজমিস্ত্রি এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন নামে নতুন কোর্স অফার করার পরিকল্পনা করেছে। অন্যদিকে, মিরপুর, গাজীপুর এবং বোর্ড বাজার ভিটিআইগুলি - সেলাই মেশিন অপারেশন, সেলাই মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেলাই ও পোশাক তৈরির প্রোগ্রামগুলি অফার করছে। আশুলিয়া ভিটিআই উচ্চমানের প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষমতায়ন করতে এবং দেশে টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে পারে এমন উদ্ভাবনভিত্তিক উদ্যোক্তার সংস্কৃতিকে উন্নীত করতে ড্রাইভিং এবং কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশনের উপর দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম প্রদান করে।

ভিটিআইগুলি চারটি মূল ফলাফল নিশ্চিত করে যার মধ্যে রয়েছে:

- দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শক্তিশালী করা
- দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির গুণগত নিশ্চয়তা
- দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রান্তিক

প্রশিক্ষণ শেষে সনদ গ্রহণ

রূপচর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি

- TVET কেন্দ্রে নিয়োজিত কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে TVET ইকোসিস্টেমের মান উন্নয়নে সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে RPL সার্টিফিকেশন সব শ্রেণীর অনানুষ্ঠানিক কর্মীদের তাদের আয়ের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে। বর্তমানে, সমস্ত ভিটিআই বিভিন্ন ব্যবসায় যেমন- বিউটি কেয়ার, সেলাই মেশিন অপারেশন, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, টেইলারিং এবং ড্রেস মেকিং, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণে আরপিএল প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৫-৫৯ বছর বয়সী নিযুক্ত শ্রমশক্তির ৫০% এর বেশি স্ব-নিযুক্ত, এবং তারা এখনও RPL প্রক্রিয়া ব্যবহার করছে না। নৈমিত্তিক শ্রমিক, নিয়মিত মজুরি কর্মী যারা অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের অংশ এবং বেকার যাদের অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ রয়েছে তারা আরপিএল প্রক্রিয়ার লক্ষ্য গোষ্ঠী গঠন করে। RPL সফল হবে না যতক্ষণ না অধিকাংশ নিয়োগকর্তা, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই এর সার্টিফিকেশনকে বিশ্বাস করেন। RPL সার্টিফিকেশনসহ কর্মীদের আদর্শভাবে উচ্চতর মজুরি পরিচালনা করতে সক্ষম হতে হবে তবে এর জন্য তাদের প্রশিক্ষণের যে কোনও ফাঁক পর্যাপ্তভাবে পূরণ করা প্রয়োজন।

যদিও মহামারীটি আসন্ন মাস এবং বছরে যে সমস্ত পরিবর্তন আনতে পারে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন, তবে এটা নিশ্চিত যে TVET নতুন মহামারী পরবর্তী বিশ্বকে গঠনে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে

এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে VTIs বর্তমানে RPL প্রোগ্রাম সফলভাবে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

TVET বিধানের উপর মহামারীর অসাধারণ প্রভাব যা কেন্দ্রগুলি অনুভব করেছে যার মধ্যে ব্যাপক চাকরির ক্ষতি, বিশেষত যুবকদের মধ্যে এবং শ্রমিকদের বড় আকারের আন্দোলন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এটি আপস্কিলিং, রিস্কিলিং এবং আজীবন শেখার বাস্তবায়নের জন্য TVETকে পুনঃনির্দেশিত করার চিন্তার একটি নতুন দিক তৈরি করেছে। যদিও মহামারীটি আসন্ন মাস এবং বছরে যে সমস্ত পরিবর্তন আনতে পারে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন, তবে এটা নিশ্চিত যে TVET নতুন মহামারী পরবর্তী বিশ্বকে গঠনে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। লকডাউনের চ্যালেঞ্জ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, ফেব্রুয়ারী ২০২২ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য VTIs-এর তীব্র কার্যকলাপ এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ক্যাপচার করা এবং অর্জন এবং প্রতিশ্রুতিশীল অনুশীলনগুলিকে তুলে ধরা। গুণমান, প্রাসঙ্গিকতা, গ্রহণযোগ্যতা, অন্তর্ভুক্তি এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল বিভাজন সম্পর্কিত

টেইলরিং-এ প্রশিক্ষণ প্রদান

সামাজিক ও আবেগীয় শিক্ষা (SEL)-এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা পরিবেশে যুবকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যত্ন নেওয়া দরকার

নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ প্রদান

চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য আরও অনেক কিছু করা দরকার। COVID-১৯ মহামারী স্বাস্থ্য অবকাঠামো, শ্রম বাজার এবং কর্মসংস্থানের গুরুত্বকে এমনভাবে জোর দিয়েছে যা আগে কখনও দেখা যায়নি। এক অর্থে এটি শুধুমাত্র বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটিগুলিই উন্মোচিত করেনি বরং তাদের উদ্দীপনাও তুলে ধরেছে। তাই বেকারত্বের ক্রমাগত উচ্চ স্তরকে প্রশমিত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যা কিছু সময়ের জন্য অব্যাহত থাকতে পারে। যুবকদের আপস্কিলিং এবং রিস্কিলিংয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শিল্প ৪.০, সবুজায়ন এবং স্থায়িত্বের সাথে যুক্ত ভবিষ্যত-প্রমাণ শৃঙ্খলাগুলিতে এই সুযোগগুলি তৈরি করা দরকার। সামাজিক ও আবেগীয় শিক্ষা (SEL)-এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা পরিবেশে যুবকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যত্ন নেওয়া দরকার, যাতে তারা মহামারী চলাকালীন তারা যে ধাক্কা খেয়েছে তা থেকে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিস্থাপকতা বিকাশ করতে পারে। যদিও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নতুন অর্থনীতির চাহিদা মেটাতে নতুন দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে, তারা চাকরি হারানোর ঝুঁকিও নিয়ে আসে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন ধরনের মাঝারি-দক্ষ চাকরি অটোমেশন থেকে ঝুঁকির মধ্যে থাকতে পারে। যেমনটি সর্বজনবিদিত, TVET ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন এবং একটি টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের প্রচারে অবদান রাখতে পারে।

টিম লিডার, টিভেট সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্ত কেন্দ্রে বিজয় দিবস উদযাপন

মাদক নির্ভরশীলদের প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা

ইকবাল মাসুদ

মাদক নির্ভরশীলতা একটি অসুস্থতা, নির্ভরশীল ব্যক্তি শুধু তার নিজ জীবনকেই ধ্বংস করে না, তার পরিবার, প্রতিবেশী, পারিপার্শ্বিকতাও তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর যথাসময়ে চিকিৎসা না করালে রোগীর শেষ পরিণতি হয় ভয়াবহ। মাদক নির্ভরশীলতা ব্যক্তিকে শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একাধিকবার মাদক গ্রহণের মধ্য দিয়ে মানসিক ও শারীরিক নির্ভরশীলতা তৈরী হয়। অনেক সময় মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি না চাইলেও তাকে পুনরায় মাদক গ্রহণ করতে হয়। ক্রমাগত মাদক গ্রহণের ফলে তার শরীরের ওজন কমতে থাকে- অনিদ্রা, অনাহার, অনিয়ম, অযত্ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। এছাড়া দীর্ঘদিন মাদক ব্যবহারের ফলে নির্ভরশীল ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, স্নায়ুর বিভিন্ন রোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, ব্রঙ্কাইটিস, অন্ত্রে ঘা, সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করলে এইডস, হেপাটাইটিস 'এ' ও 'বি' সহ বিভিন্ন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তির প্রধান চাহিদা হয়ে দাঁড়ায় শুধু মাদক গ্রহণ। সকল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে মাদক এবং প্রতিদিন তার আরও বেশি মাদক চাই। পরিবার অর্থের চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতে ব্যর্থ হলে মাদকদ্রব্য ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য অপরাধ জগতের সাথে সে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলে ও জীবনের নেতিবাচক দিকগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলা, চুরি, প্রতারণা, ছলনা ও অন্যান্য অসামাজিক কাজে হয়ে পাড়ে। এসময় তার ব্যক্তিত্ব, মনোভাব, চিন্তা ও অনুভূতির দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, অনেক রোগীর ক্ষেত্রে মাদক নির্ভরশীলতা এবং মানসিক রোগ প্রায়ই একসাথে হয়ে থাকে। মাদক নির্ভরশীলতা ও মানসিক রোগ এক সাথে হলে তাকে সহ-ঘটমান রোগ বা দ্বৈত রোগ বলা হয়। অর্থাৎ মাদক নির্ভরশীলতা বা মানসিক এই দুটি রোগী একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। অতীতে আমরা দেখেছি মাদক-নির্ভরশীলতা ও মানসিক রোগের চিকিৎসা আলাদাভাবে করা হতো অর্থাৎ মাদক নির্ভরশীল রোগী ভর্তি হতে আসলে দেখা হতো তার কোনো মানসিক রোগ আছে কিনা। যদি মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তির মধ্যে মানসিক রোগ শনাক্ত করা যেত তাহলে তাকে আগে মানসিক রোগের চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শপ্রদান করা হতো। কিন্তু বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মাদক-নির্ভরশীলতা ও মানসিক রোগের চিকিৎসা একই সাথে চলতে পারে। এতে রোগীর কোনো অসুবিধা হয় না বরং ফলাফল ইতিবাচক হয়। এছাড়া ডিএসএম-৫ ও আইসিডি-১০ মাদক নির্ভরশীলতাকে একটি মানসিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

মাদক নির্ভরশীলদের সঠিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য রোগ ও সমস্যাসমূহ নিরূপণ করে চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোগীর মাদক গ্রহণের প্রকৃতি, পরিমাণ, তার পারিবারিক সমস্যা, অতীত অভিজ্ঞতা, সামাজিক অবস্থান ও পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি ইত্যাদি ভালোভাবে নিরূপণ করে চিকিৎসা পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। চিকিৎসা পরিকল্পনায় রোগী, কাউন্সেলর, পরিবারের সদস্য এবং চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে অংশ নিবেন। প্রতিটি ব্যক্তির সমস্যার ভিন্ন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। তাই চিকিৎসা পরিকল্পনা ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে হওয়া উচিত। সকলের জন্য একই চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক সময় কার্যকর নাও হতে পারে।

মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে বিশ্বব্যাপী অনেক বিতর্ক রয়েছে। বিভিন্ন দেশ একাধিক পদ্ধতিতে মাদকনির্ভরশীলদের চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মাদকনির্ভরশীলদের দেখে থাকে। যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই মাদকনির্ভরশীলদের দেখুক না কেন, মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিকভাবে সফল প্রমাণিত হয়েছে এমন কয়েকটি পদ্ধতি হলো – কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি (সিবিটি)-সহ অন্যান্য বিহেভিয়ার থেরাপি,

মটিভেশনাল ইন্টারভিউইং (এমআই) যা সাধারণত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলররা প্রদান করে থাকেন, ফারমাকোলজি (চিকিৎসায় ওষুধের ব্যবহার), কন্টেনজেন্সি ম্যানেজমেন্ট (রোগীদের প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা এবং চিকিৎসায় সম্পৃক্ত রাখা), থেরাপিউটিক কমিউনিটি (টিসি) এবং নারকোটিক্স অ্যানোনিমাস (এনএ) বা দ্বাদশ ধাপ। সাইকোসোশ্যাল এডুকেশন (মন-সামাজিক শিক্ষা) ইত্যাদি পদ্ধতি সারাবিশ্বেই আজ মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসার অন্যতম অংশ। পরিবারের সদস্যদের জন্য কাউন্সেলিং এবং শিক্ষামূলক ক্লাস চিকিৎসায় অপরিহার্য।

এছাড়া রোগীর সমস্যাসমূহ নিরূপণ করার জন্য এসেসমেন্ট এবং সে আলোকে চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। একজন রোগীর ভর্তি-পরবর্তীতে কেস ম্যানেজারের অধীনে প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ নিশ্চিত করা দরকার। ডিটক্সিফিকেশনে ওষুধের ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদভাবে উইথড্রল ব্যবস্থাপনা করা আধুনিক চিকিৎসার অংশ। যে সকল রোগীর জটিল মানসিক সমস্যা দেখা দেয় তাদের অবশ্যই মনোরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মানসিক রোগের চিকিৎসা ও আচরণ পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কাউন্সেলিং একসাথে চলতে পারে। এসকল বিষয়াবলিকে বিবেচনা করে যে সকল ক্লিনিক, হাসপাতাল বা পুনর্বাসনকেন্দ্র চিকিৎসা প্রদান করে সে সকল স্থানে সন্তানকে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা অথবা চিকিৎসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার।

মাদক নির্ভরশীলতা একটি পরিবারের অসুস্থতার কারণ যা ব্যক্তিকে আক্রান্ত করার পাশাপাশি পরিবারকেও সমস্যাগ্রস্থ করে ফেলে। যেহেতু একজন মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তির জীবনপদ্ধতি সুস্থভাবে মেনে নেয়া সম্ভব নয় তাই এর প্রভাব পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ওপর পড়ে। মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তির নির্ভরশীলতাজনিত বিভিন্ন বিপর্যয় অভিভাবকদের মাঝে সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে, সৃষ্টি হয় এক অবর্ণনীয় পারিবারিক অবস্থার। পরিবারের সদস্যরা অনেকসময় রোগীকে নিয়ন্ত্রণ এবং সঠিক ভাবে পরিচালনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। অনেক পরিবারে রোগীকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি, এমনকি বৈবাহিক বিচ্ছেদও ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে রোগীর চিকিৎসার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকভাবে সহযোগিতা ও পরিবারকে চিকিৎসার আওতায় আনার জন্য পারিবারিক সভার আয়োজন ও পরিবারের সদস্যদের জন্য পারিবারিক কাউন্সেলিং অত্যন্ত জরুরি বিষয়।

মাদক নির্ভরশীলতা একটি জটিল, পুনঃআসক্তিমূলক মস্তিষ্কের রোগ বা *A chronic, relapsing brain disease* হিসেবে বিশ্বে পরিচিত এবং এটিকে স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ধরা হয়। মাদকনির্ভরশীলরা চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে সুস্থ থাকার জন্য বেশ কঠোর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় যা তাদের জন্য পুনঃনির্ভরশীলতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করতে পারে। যার জন্য চিকিৎসা কেন্দ্রের সেবা গ্রহণের পাশাপাশি চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে চিকিৎসা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। চিকিৎসা পরবর্তী সেবা হিসেবে রোগীরা এনএ মিটিং, কাউন্সেলিং, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে।

মাদক নির্ভরশীল ফ্যামিলি মেম্বারদের কাউন্সিল

আধুনিক ও সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসা পরিকল্পনা হবে রোগীর সমস্যা কেন্দ্রিক অর্থাৎ আগে রোগীর সমস্যাগুলোকে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং তার আলোকে ওই রোগীর কী পদ্ধতিতে চিকিৎসা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। তবে বাংলাদেশে সমন্বিত চিকিৎসা-ব্যবস্থার অভাব আছে। প্রচলিত চিকিৎসা-ব্যবস্থার মধ্যে ক্লিনিকগুলোতে ওষুধ নির্ভর চিকিৎসাকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং ক্লিনিকগুলোতে স্বল্পমেয়াদি ডিটক্সিফিকেশন বা নির্বিষকরণ করা হয়, যা চিকিৎসার প্রথম ধাপ মাত্র। সেখানে আচরণ পরিবর্তন ও মনোসামাজিক শিক্ষা উপেক্ষা করা হয়। তাই ক্লিনিকগুলোর চিকিৎসার সফলতা খুবই কম। আবার কিছু কিছু চিকিৎসাকেন্দ্র বা পুনর্বাসন-কেন্দ্র আছে যেখানে কাউন্সেলিং ও শিক্ষামূলক পদ্ধতিগুলো গুরুত্বের সাথে নিলেও সেখানে চিকিৎসকের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য হিসেবে দেখা হয়, যা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। মাদক নির্ভরশীলদের সঠিক ও আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করতে হলে উভয় বিষয়ের সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে এবং কাউন্সেলিংসহ চিকিৎসার অন্যান্য উপাদানগুলো গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। যেখানে মাদক নির্ভরশীলতার সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে সেসব জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক অংগসংগঠন ইউএওডিসি ২০০৮ সালে মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসার ৯টি নীতিমালা প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ড্রাগ অ্যান্ড অ্যালকোহল ১৩টি নীতিমালা প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমাল অনুসারে ফলপ্রসূ চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত মেয়াদ চিকিৎসায় থাকা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে অবহিত করেছে। চিকিৎসার উপযুক্ত সময়কাল নির্ভর করে ব্যক্তির সমস্যা, চাহিদা ও সম্পদেরর ওপর। গবেষণায় দেখা যায় যে, যাদের চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয়েছে তাদের অধিকাংশ ব্যক্তি চিকিৎসার মেয়াদ ছিল সর্বনিম্ন ৩ মাস এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসায় রোগীকে সম্পৃক্ত রাখার পরামর্শ প্রদান করেছে। চিকিৎসায় রোগীকে সম্পৃক্ত রাখার কৌশল চিকিৎসা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, কারণ অধিকাংশ রোগী স্বল্প-সময়ের মধ্যে চিকিৎসা কার্যক্রম ছেড়ে যায়। পরিবারের সদস্যদের ধর্য্যধারণ করতে হবে এবং চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে, তবেই প্রত্যাশিত সাফল্য পাওয়া সহজ হবে।

ইন্টারন্যশনাল সার্টিফাইড অ্যাডিকশন প্রফেশনাল
পরিচালক, স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
এবং সদস্য, জাতীয় মাদক বিরোধী কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পথশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ক্রসসেক্টর বডি গঠনের সুপারিশ

'কোয়ার্টালি মিটিং উইথ ডিফারেন্স স্টেকহোল্ডার টু স্টাব্লিশ ক্রস সেক্টর বডি' শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের (ডাম) এডুকেশন সেক্টর ও স্ক্যান বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে ২৭ ফেব্রুয়ারি মিশনের প্রধান কার্যালয়ে 'কোয়ার্টালি মিটিং উইথ ডিফারেন্স স্টেকহোল্ডার টু স্টাব্লিশ ক্রস সেক্টর বডি' শীর্ষক সভার আয়োজন করা হয়। মিশনের 'ওয়ার্ডস টু রিয়েলিটি : প্রোমোটিং স্ট্রিট চিলড্রেন রাইটস ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় পথশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারি বেসরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন অ্যান্ড টিভিইটি সেক্টরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মো. মনিরুজ্জামান এবং সঞ্চালনা করেন চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি অফিসার নাজনীন শবনম। অনুষ্ঠানে বক্তারা পথশিশুদের বিবিধ সমস্যা তুলে ধরেন।

প্রকল্পের অ্যাডভোকেসি মেসেজের ওপর উপস্থাপনা করেন স্ক্যান নেটওয়ার্কের সচিব মো. মনিরুজ্জামান। উপস্থাপনায় সরকারি, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি ও পথশিশু সহযোগে ক্রসসেক্টর বডি গঠনের জন্য সুপারিশ করা হয় এবং ক্রসসেক্টর বডির গঠন ও কর্মকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। ক্রসসেক্টর বডিতে সরকারের পথশিশুদের জন্য নানাবিধ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর নানাবিধ কার্যক্রমের সমন্বয় করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ঢাকা জেলা শিশু অফিসার রাশিদা বেগম, ঢাকা জেলা সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার অপর্ণা রানী কর্মকার, সহযোগী থানা শিক্ষা অফিসার মাহবুবা বেগম, ফেইথ ইন অ্যাকশনের নির্বাহী পরিচালক নৃপেণ বৈদ্য, আপন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আফতাবুজ্জামান ও এসওএস চিল্ড্রেন ভিলেজের সিনিয়র ডিরেক্টর ডালিয়া দাস। অনুষ্ঠানে সরকারি বেসরকারি প্রতিনিধি, লিডো পথশিশু টাস্কফোর্স সদস্য, পথশিশুর অভিভাবক, শিক্ষক, পথশিশুর নেটওয়ার্কের সদস্যগণসহ মোট ২৭ জন অংশ নেন।

ডিআইসি প্রকল্পের স্বাধীনতা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী পালন

২৬ মার্চ ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ডিআইসি প্রকল্প স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করে।

কর্মসূচির মধ্যে ছিল; কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নাটিকা, দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন, উপস্থিত বক্তব্য প্রদান ও আলোচনা সভা। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের একটি দল। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন এবং উপস্থিত বক্তৃতা প্রদান করে। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিআইসি ও নাইট শেল্টার প্রকল্পের শিক্ষক ও কর্মীবৃন্দ।

জাতির জনকের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

কমলাপুর রেলস্টেশনে শিশুদের পথনাটক প্রদর্শন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত অধিকার-স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রকল্পের শিশুদের অংশগ্রহণে কমলাপুর রেলস্টেশনে পরিবেশিত হলো পথনাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। শিশুদের কোমল হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে অধিকার প্রকল্প আয়োজন করে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে শিশুরা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পরিবেশন করে পথনাটক "বঙ্গবন্ধুর শৈশব"। এছাড়াও শিশুদের পরিবেশনায় ছিল কবিতা ও গান।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমান বাদল, দৈনিক দেশ রূপান্তর পত্রিকার ভিডিও এডিটর শাহিনুল ইসলাম, অধিকার প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা মাকসুদুর রহমান। অতিথিরা শিশুদের সাথে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে গল্প করেন। তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর শৈশবের গল্প শোনান, মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনান, শিশুদের অধিকারের কথা বলেন।

অধিকার-স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রকল্পের শিশুদের অংশগ্রহণে কমলাপুর রেলস্টেশনে পরিবেশিত পথনাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

‘অধিকার’ প্রকল্পের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

টিটিপাড়ায় কর্মজীবী ও পথশিশুদের সাথে কর্মজীবী নারীদের নিয়ে তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে মানববন্ধন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলে গেছেন, “বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।” জাতীয় কবির এই কথায় নারীর অবদান যতটা ফুটে উঠেছে ঠিক ততখানিই অবহেলিত গণ্য করা হয় নারীকে। এটা শুধু আমাদের দেশের চিত্র নয়। সমগ্র বিশ্বেই নারীকে অবহেলার কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে সেই আদিকাল থেকেই। যুগে যুগে নারীকে তার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নামতে হয়েছে। পৃথিবীতে অনেক নজির আছে নিজের অধিকার আদায়ের জন্য নারীকে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে। ধীরে ধীরে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও এখনো নারীর অধিকার পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। সারা বিশ্বে নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও নারী অধিকার রক্ষায় বিশ্বব্যাপী সমতাভিত্তিক সমাজ-রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর এ দিনে দিবসটি উদযাপন করা হয়। কোমলমতি শিশুদের কাছেও নারীর অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অধিকার-স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রকল্পের আয়োজনে পালিত হলো ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২। জাতিসংঘ ২০২২ সালের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে “নারীর সুস্বাস্থ্য ও জাগরণ”। এই মূল প্রতিপাদ্যের আলোকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবছর আর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- “টেকসই আগামীর জন্য, জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য”।

অধিকার প্রকল্পের আয়োজনটি দুটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে ছিল নারী দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা। আয়োজনের দ্বিতীয় পর্যায়ে টিটিপাড়ায় কর্মজীবী ও পথশিশুদের সাথে কর্মজীবী নারীদের নিয়ে তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অধিকার বেইজ অফিসের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন কর্মজীবী নারী ও শিশুরা। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমান বাদল। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিশু ও নারীদের সাথে নারী দিবসের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অধিকার প্রকল্পের সেন্টার ম্যানেজার তাহেরা ইয়াসমীন। এরপর আউটরিচ ওয়ার্কার মিজানুর রহমান প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বার্তা ও অঙ্গীকার সবাইকে পাঠ করে শোনান। এরপর আগতদের উদ্দেশ্যে নারী অধিকার নিয়ে কথা বলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমান বাদল। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এনজিও কর্মী শাহাবুদ্দিন মিলন, কমিউনিটি লিডার লায়ন আবুল কালাম আজাদ, মহিউল ইসলাম ও হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ভাগে টিটিপাড়া রেলওয়ে বস্তির কর্মজীবী নারী ও শিশুদের নিয়ে নারী অধিকার আদায় ও নারী সুরক্ষা নিশ্চিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করে। এই সময় উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি লিডার আব্দুল করিম, সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপের রোভারমেট তানভীর সিয়াম জয় প্রমুখ।

ডিআইসি প্রকল্পের শীতবস্ত্র ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অধিকার প্রকল্পের উদ্যোগে ড্রপ-ইন-সেন্টার (ডিআইসি) প্রকল্পের ৩৩নং ঢাকার উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার মোহাম্মদপুর সেন্টারে ২২০ জন জন পথশিশু, কর্মজীবী শিশু ও সুবিধাবঞ্চিত অভিভাবকদের মধ্যে ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২২ শীতবস্ত্র ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে জনপ্রতি একটি কম্বল, ১টি পুনর্ব্যবহারযোগ্য মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার দুই বোতলসহ ছেলে এবং মেয়ে শিশুদের জন্য বয়স উপযোগী আলাদা আলাদা টাউজার, সুয়েটার এবং জ্যাকেট। দুই দিনে মোট ৪৪০ জন পথশিশু, কর্মজীবী শিশু ও সুবিধা বঞ্চিত অভিভাবকদের মধ্যে শীতবস্ত্র ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

শীতবস্ত্র ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ড্রপ-ইন-সেন্টার (ডিআইসি) প্রকল্পের, প্রজেক্ট অফিসার এ্যন্ড প্রজেক্ট ইনচার্জ মো. আল-আমিন এবং সেন্টার ম্যানেজারসহ প্রজেক্টের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ডিআইসি প্রকল্প স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

এ প্যাকেজগুলো গ্রহণ করে ড্রপ-ইন-সেন্টার (ডিআইসি) মোহাম্মদপুর সেন্টারের তালিকাভুক্ত কর্মজীবী শিশু, সুবিধাবঞ্চিত শিশুর পরিবার, দিনমজুর ও স্বল্প আয়ের মানুষেরা। ডাম বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি যেকোনো দুর্যোগে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে নিয়মিত সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

ডিআইসি প্রকল্প স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

স্বাধীনতার ইতিহাস জানাতে ভাস্কর্য ও একুশে বইমেলা পরিদর্শন

শিশুদের মনে মহান স্বাধীনতার মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুলতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত অধিকার- স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রকল্পের শিশুদের নিয়ে রিক্রিয়েশনাল এক্টিভিটি প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের আগ্রহেই এই শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। অধিকার প্রকল্পের বেজ অফিস থেকে শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয় মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক স্মৃতি বিজড়িত স্থান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। যেখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন শিশুদেরকে সেই স্থান ঘুরিয়ে দেখানো হয়। এসময় শিশুদেরকে জানানো হয় এখানেই পাকিস্থানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিলো। যার ফলে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনতার বিজয়। তারা এসময় পরিদর্শন করে শিখা চিরন্তন ও স্বাধীনতা জাদুঘরের "স্বাধীনতা স্তম্ভ"।

এরপর শিশুরা যায় বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধ পরিদর্শনে। স্বোপার্জিত স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিদর্শন শেষে শিশুরা দুপুরের খাবার গ্রহণ করে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে অবস্থিত অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্য পরিদর্শন করে। এরপর শিশুরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্থান বটতলায় বসে। এখানেই প্রথম উত্তোলন করা হয়েছিল বাংলাদশের জাতীয় পতাকা। বটতলায় বসে শিশুরা এসময় মুক্তিযুদ্ধের গান পরিবেশন করে। তাদের সাথে যুক্ত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী। তারাও শিশুদেরকে মুক্তিযুদ্ধের অনেক গল্প শোনায়।

এরপর শিশুদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্কর্যের কাছে। সেখানে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের ভাস্কর্য স্থান পেয়েছে। শিশুরা সেখানে অনেক বিখ্যাত মানুষ সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এরপর শিশুদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে। সেখানে শিশুরা নিজেরা সাথে করে নিয়ে যাওয়া ফুল দিয়ে মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের শ্রদ্ধা জানায়।

শিশুদেরকে এরপর নিয়ে যাওয়া হয় অমর একুশে বইমেলায়। সেখানে শিশু চত্বরে গিয়ে শিশুরা বেশ আনন্দে মেতে উঠে। নানা রকম গল্প আর ছড়া-কবিতার বই দেখে তারা অনেক খুশি হয়। তাদের কয়েকজন নিজের পছন্দের বইও কেনে। এরপর শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বইয়ের স্টলে। সেখানে তারা নিজেদের স্টল দেখে অনেক খুশি হয়। এরপর শিশুদেরকে নিয়ে আসা হয় অধিকার প্রকল্পের বেজ অফিসে।

রংধনু ইউসিএলসির শিক্ষার্থীরা জানল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

ভাষা আন্দোলন কবে হয়েছে? মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? প্রশ্নগুলো শুনে খুদে শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল, কেউবা থাকল নীরব। তবে সরব হয়ে উঠলেন প্রশ্নকর্তারা। প্রশ্ন ধরে ধরে ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানিয়ে দিলেন তাদের। নতুন কিছু শেখার আনন্দ ফুটে উঠল শিক্ষার্থীদের চোখেমুখে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে নারীদের ভ্রমণ সংগঠন ট্রাভেলেটস অব বাংলাদেশ ভ্রমণকন্যার সদস্যরা হাজির হয়েছিলেন রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অবস্থিত রংধনু ইউসিএলসিতে (আরবান কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার)। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নগরীর সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা পড়াশোনা করে। তাদেরই মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানিয়েছে ভ্রমণকন্যারা। অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের শুধু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসই নয়, শিখিয়েছে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার কৌশলও।

ট্রাভেলেটস অব বাংলাদেশ-ভ্রমণকন্যার এই আয়োজনটি জেন্ডার ইকুইটি অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট (জিপ) কর্মসূচির আওতায় হয়েছে। শুরুতে কর্মসূচির সমন্বয়ক নুসরাত জাহান ট্রাভেলেটস অব বাংলাদেশ ভ্রমণকন্যা এবং জিপ কর্মসূচি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেন। এরপর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কথা বলেন স্বেচ্ছাসেবক উম্মে হানি, পরিবেশ রক্ষায় সচেতন করেন সাকিব হোসেন, 'ভালো স্পর্শ, মন্দ স্পর্শ' নিয়ে বলেন তাসজিদি তাইয়্যেবা, আত্মরক্ষার কৌশল দেখান কোবরায়ে হোসনা, বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন নুরুননেসা হ্যাপি এবং হালিমাতুছ সারা তানহা।

"বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (চতুর্থ পর্যায়)" নামক প্রকল্প বাস্তবায়নে ডাম এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রংধনু ইউসিএলসির প্রধান শিক্ষক হাসিনা বেগমসহ অন্য শিক্ষকেরা।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প

উদ্বোধন হলো শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র

বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের প্রকল্পের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র উদ্বোধন করলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ২৬ জানুয়ারি রাজধানীর মুসলিম ক্যাম্প, ট-ব্লক, চলন্তিকা, বিহারী আবাসন এবং পূর্ব কুর্মিটোলা ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রগুলো উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২,৩,৫ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বেগম মেহেরুন্নেসা হক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কাপ-আপ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. মোদাচ্ছের হোসেন, ফিল্ড ম্যানেজার কাজী ইউনুচুর রহমান, বিভিন্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সদস্য, এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের স্থানীয় কর্মকর্তাগণ। উল্লেখ্য যে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২,৩,৫,৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ৩৬টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১জানুয়ারি ২০২২ হতে পরিচালনা করে আসছে। এই সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে ডাম ৮৯৩ জন ঝুঁকিপূর্ণ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রতিমাসে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এক হাজার টাকা মাসিক উপবৃত্তি পাবে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে বক্তব্য রাখছেন ২,৩,৫ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বেগম মেহেরুন্নেসা হক

দুয়ারীপাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জয়েন্ট ডিরেক্টর, শিক্ষা সেক্টর ও কাপ-আপ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, মো. মনিরুজ্জামান

অন্যদিকে ২৯ জানুয়ারি ২০২২ দুয়ারীপাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাইজুল ইসলাম চৌধুরী বাপ্পি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জয়েন্ট ডিরেক্টর, শিক্ষা সেক্টর ও কাপ-আপ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, মো. মনিরুজ্জামান। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাপ-আপ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. মোদাচ্ছের হোসেন। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাপ-আপ প্রকল্পের মিরপুর এলাকার ফিল্ড ম্যানেজার কাজী ইউনুচুর রহমান, ইলিয়াস উদ্দীন মোল্লা ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক মাহমুদ হোসেন, কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সদস্য, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কাপ-আপ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের স্থানীয় কর্মকর্তাগণ।

নারায়ণগঞ্জে মিশনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন এডিবি প্রতিনিধি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারায়ণগঞ্জ জেলায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহযোগিতায় চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ আউট অব স্কুল চিলড্রেন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রোগ্রামের সিটি কর্পোরেশন এরিয়া -১ আদমজী ও রুপগঞ্জ উপজেলায় কায়েতপাড়া ইউনিয়নের শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এডুকেশন স্পেশালিস্ট শাহিদা বেগম। পরিদর্শনকালীন সময়ে উপস্থিত ছিলেন জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক এম এম সাইদুর রহমান, উপানুষ্ঠানিক ব্যুরোর আরবিএম কো-অর্ডিনেটর রওনক জাহান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মো. মনিরুজ্জামান ও মিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাইফুল করীম

নারায়ণগঞ্জে মিশনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন এডিবির প্রতিনিধি ষাহিদা বেগম

পরিদর্শনকালে এডিবি প্রতিনিধি শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সাথে সাক্ষাৎ, কখনো বিদ্যালয়ের ভর্তি হয়নি ও ঝরেপড়া শিক্ষার্থী, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন।

চট্টগ্রামে মিশনের শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মো. আতাউর রহমান চট্টগ্রামে মিশন শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনে এলে তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতাধীন পিইডিপি-৪ এর সাব কম্পোনেন্ট ২.৫ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বাস্তবায়নে আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জেলায় ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মো. আতাউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক রিপন কবির লস্কর (প্রশাসন, অর্থ ও লজিস্টিক), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. শহীদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক মো. জুলফিকার আমিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণসহ চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ও প্রকল্পের উপ-ব্যবস্থাপক-মনিটরিং সহিদুল ইসলাম জুয়েল। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আবু রায়হান দোলন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জয়েন্ট ডিরেক্টর (এডুকেশন এন্ড টিভেট) মো. মনিরুজ্জামান।

মো. আতাউর রহমান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২টি শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে তাঁরা লার্নার্স প্রোফাইল, বাড়ির মালিকের সাথে এলসি চুক্তি, লার্নার্স অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার, সিএমসি কমিটির মিটিং রেজিস্টার, প্যারেন্টস মিটিং রেজিস্টার ইত্যাদি নথি পরিবীক্ষণ করেন। শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে তাদের অগ্রগতি যাচাই করেন। ডিজি বিএনএফই শিক্ষাকেন্দ্রের সার্বিক সাজসজ্জা দেখে খুশি এবং ভবিষ্যতে আবারও চট্টগ্রাম পরিদর্শন করার আশা প্রকাশ করেন। নির্বাহী পরিচালক, ড. এম. এহছানুর রহমান বলেন, ডাম পরিবার বিশ্বাস করে যে, প্রকল্পের কর্মীরা আপনার গঠনমূলক নির্দেশনায় নতুন উদ্যোগে কাজ করছে। আপনার এই গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ড ভিজিট প্রোগ্রামটি আরও সফলভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। পরিদর্শনকালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক, প্রোগ্রাম হেড, ডেপুটি ম্যানেজার মনিটরিং, জেলা অফিসের প্রতিনিধি এবং থানা অফিসের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

একদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দাবিতে শাহবাগ, বাইমেলা হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্কেটিং করে। গ্লোবাল রোড সেফটি পার্টনারশীপের সহযোগীতায় ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের আয়োজনে এই 'স্কেটিংশো' অনুষ্ঠিত হয়।

নিরাপদ সড়কের দাবিতে ভিন্ন আয়োজন

একদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দাবিতে শাহবাগ, বাইমেলা হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্কেটিং করে। গ্লোবাল রোড সেফটি পার্টনারশীপের সহযোগীতায় ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের আয়োজনে এই 'স্কেটিংশো' অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পেইনে স্কেটাররা সড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা, মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা, গাড়িতে শিশু সিটের প্রচলন করা এবং সবার জন্য গাড়ির সিট বেল্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন দাবি জানান। ক্যাম্পেইনটিতে জামির র‍্যাপিড এন্ড ম্যাগনোলিয়া স্কেটিং ক্লাবের সদস্যরা অংশ নেয়।

উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী প্রতি বছর বাংলাদেশে সড়কে আনুমানিক প্রায় ২৫ হাজার মানুষের প্রাণ ঝরে। আর এই দুর্ঘটনায় প্রধান শিকার হয় শিশু, কিশোর ও যুব সমাজ।

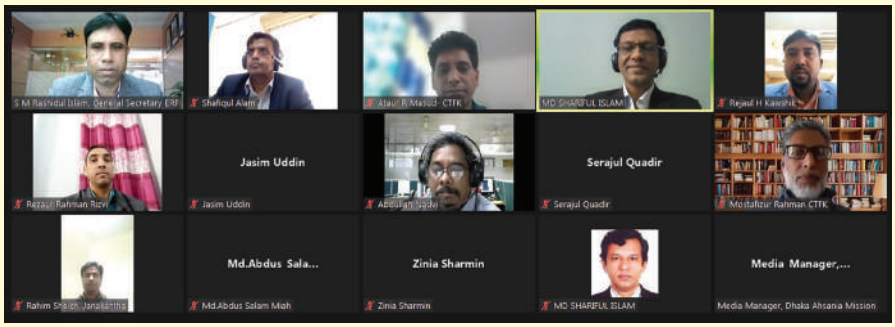

তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা

তামাক কর বৃদ্ধি করলে ৯ হাজার ২ শত কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে

'বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে'- ১৫ ফেব্রুয়ারি তামাক কর বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক মতবিনিময় সভায় এ অভিমত দেন বক্তারা।

ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সহ-সভাপতি শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ, ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট।

প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ফলাফল হিসেবে বলা হয়, সরকার যদি তামাক কর বৃদ্ধি করে তবে সিগারেট ব্যবহারকারির অনুপাত ১৫.১% থেকে ১৪.০৩% হবে। ১৩ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবেন ও ৯ লক্ষ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। এছাড়া ৮ লক্ষ ৯০ হাজার অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে। আর ৯ হাজার ২ শত কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে সিগারেট বিক্রয় থেকে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, অসংক্রামক ব্যধির প্রাদুর্ভাব বিশ্বের যে সমস্ত দেশে বেশি তাদের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। উপরন্তু অসংক্রামক ব্যধির অন্যতম কারণ হিসেবে তামাক গ্রহণকে ধরা হয়। এজন্য তামাকের ব্যবহার হ্রাসের জন্য তামাকের কর বৃদ্ধি অনুষঙ্গ। ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে তামাকের কর বৃদ্ধির জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম বলেন, গণমাধ্যম সবসময় জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়কে ফোকাস করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রি বন্ধ করতে হবে: আক্তারুজ্জামান বাবু, এমপি

'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রি বন্ধ করে আগামী প্রজন্ম বাঁচাতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এজন্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে'- বলেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. আক্তারুজ্জামান বাবু, এমপি (খুলনা-৬)।

৩১ জানুয়ারি ঢাকার ন্যাম ভবনে তার নিজ কার্যালয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মো. আক্তারুজ্জামান বাবু, এমপি এ কথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের

সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম, মিডিয়া ম্যানেজার রেজাউর রহমান রিজভী, প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনি ও অদূত রহমান ইমন। প্রতিনিধি দল এমপি মহোদয়কে তামাক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

এসময় মো. আক্তারুজ্জামান বাবু, এমপি প্রতিনিধি দলকে বলেন, একজন সংসদ সদস্য কেবল একটি আসনের প্রতিনিধিত্বই করেন না, তিনি জাতীয় ইস্যু নিয়েও কথা বলেন। সেজন্য আমার যেহেতু সুযোগ রয়েছে, তাই আমিও জাতীয় সংসদে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে কথা বলবো। কারণ আমরা সকলেই জানি যে কোন মাদকের শুরুটাই হয় ধূমপান থেকে। তাই ধূমপানকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে মাদককের ব্যবহারকেও কমিয়ে আনা যাবে।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস-২০২২ উপলক্ষে

মিরপুর এএমসিজিএইচ-এ আলোচনা সভা

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস-২০২২ উপলক্ষে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, মিরপুর একটি প্রচারনামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় মিরপুরস্থ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী সভাপতিত্ব করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপ-পরিচালক ডা. সুব্রত মিস্ত্রী, সহকারী পরিচালক ডা. নাহিদ সুলতানা, হেড অব অনকোলজী ডা. ইসলাম ইউ চৌধুরী, ডা. সেলিনা পারভীন, লে. কর্ণেল ডা. আব্দুর রহিম (অবঃ), ডা. শারমীন আক্তার ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি মহোদয় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, দেশে করোনা পরিস্থিতির অবনতির কারণে এ বছর সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস-২০২২ এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। তিনি সকলকে ক্যান্সার সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রচারনামূলক কার্যক্রমের ওপর জোর দেন। উপপরিচালক ডা. সুব্রত মিস্ত্রী বলেন, ক্যান্সার দিবস-২০২২ উপলক্ষে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল থেকে ১টি লিফলেট ও প্রচারণাও সচেতনতামূলক ১টি অডিও বার্তা তৈরি করা হয় এবং দিনব্যাপী অডিও বার্তাটি হাসপাতাল গেটে এবং রিসিপশনে প্রচার করা হবে। সভায় ডা. ইসলাম ইউ চৌধুরীর একটি ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয়।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস-২০২২ উপলক্ষে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, মিরপুর প্রচারনামূলক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

তামাকজাত পণ্যের প্রদর্শনী ও খুচরা বিক্রি বন্ধ চায় বিএসএসএফ

বর্তমান 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' আইনে তামাক জাতীয় দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার ও প্রদর্শন পুরোপুরি নিষেধ। তবে বিদ্যমান আইনে বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত পণ্যের প্রদর্শনী বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আর এ সুযোগে তামাক কোম্পানীগুলো বিক্রয়কেন্দ্রে তাদের পণ্যের প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রকারন্তরে মূলত পণ্যের প্রসার ঘটাচ্ছে। আর এজন্য বর্তমান আইনের সংশোধন চান বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন (বিএসএসএফ)। ২৯ মার্চ মঙ্গলবার রাজধানীর বিজয়নগরে বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সাথে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এক যৌথ মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ দাবি জানান। বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মোসাদ্দেক হোসেন স্বপনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোকাদ্দেম হোসেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার অদুত রহমান ইমনের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল ইসলাম।

সঠিক অভিভাবকত্বের ধরণ ব্যক্তিকে মাদকনির্ভরশীলতার সমস্যা থেকে দূরে রাখতে সহায়তা করে

একজন মানুষের জন্ম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সময় পর্যন্ত অভিভাবকত্বের ধরণের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ন। অভিভাবকত্বের ধরণ একজন মানুষের সকল মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে সহায়তা করে। মাদকনির্ভরশীল ও মানসিক রোগকে পারিবারিক রোগও বলা হয়। কারণ এই ধরণের সমস্যাগ্রস্থ রোগে আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের সদস্যগন চিকিৎসা পুর্ববর্তী সময়ে রোগীদের সমস্যার সমাধানে করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনে দ্বিধাদ্বন্দে ভোগেন ও রোগীর জন্য সঠিক সহযোগিতার সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে, পরিবারের সদস্যরাও অসহায় ও হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন।

কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তির সমস্যার কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মাদকনির্ভরশীল হওয়ার পেছনে যে সকল আচরণগুলো সহায়ক থাকে, এই সমস্যা শিশুকালে বেড়ে ওঠার সময় থেকেই শুরু হয়েছে। এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য মনোসামাজিক শিক্ষামূলক কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার ৩১ মার্চ ২০২২ উক্ত কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহনে পারিবারিক মনোসামাজিক শিক্ষামূলক গ্রুপ সেশন আয়োজন করা হয়। এবারের গ্রুপ সেশনের আলোচ্য বিষয় ছিলো "অভিভাবকত্বের ধরণ"।

সেশনের শুরুতে "মাইন্ডফুলনেস এক্সাইজ" পরিচালনা করেন কাউন্সেলর জান্নাতুল ফেরদৌস। এরপরে মূল আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা করেন সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলর মমতাজ খাতুন। এরপরে অভিভাবকত্বের বিভিন্ন ধরণ নিয়ে রোল প্লেলে করা হয়। রোল প্লেতে কাউন্সেলর জান্নাতুল ফেরদৌস ও কেস ম্যানেজার রোজিনা খাতুন অংশগ্রহন করেন।

রিকভারি গেট-টুগেদার

মাদক নির্ভরশীলতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসাযোগ্য রোগ

গাজীপুরে মাদক থেকে সুস্থ্যতাপ্রাপ্তদের রিকভারী গেট টুগেদার অনুষ্ঠানে অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীরা

মাদক নির্ভরশীলতা একটি দীর্ঘস্থায়ী, রিল্যাপিং ডিসঅর্ডার। মাদক নির্ভরশীলতার ফলে বারবার মাদক গ্রহণের আগ্রহ তৈরি হয় এবং এর ক্ষতিকারক পরিণতি জানা সত্ত্বেও মাদকের ক্রমাগত ব্যবহার মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনে যেটা শারীরিক ও মানসিক ভারসম্যহীনতা তৈরি করে। তবে মাদক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ব্যাধিগুলি প্রতিরোধ এবং চিকিৎসাযোগ্য। মাদক গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি পরিবার ও সামাজের নেতিবাচক মনোভাব পোষণ পুনর্বাসন ও চিকিৎসায় প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

শনিবার (২৬ মার্চ) গাজীপুরে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র আয়োজিত মাদক থেকে সুস্থতা প্রাপ্তদের রিকভারি গেট-টুগেদার অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ৪০০ মাদক থেকে সুস্থ্য হওয়া ব্যক্তি, পরিবারের সদস্য ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীরা এই গেট টুগেদারে অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও চিকিৎসার বাঁধা অতিক্রম করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছেন এমন ব্যক্তিদের উৎসাহ প্রদান করা।

দিনব্যাপী এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, রিকভারি রান, রিকভারি শেয়ারিং, ফ্যামিলি শেয়ারিং, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, র‍্যাফেল ড্র, রিকভারি কাউন্টডাউন এবং উপহার বিতরণ ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে নিবন্ধিত সকল অংশগ্রহণকারীরা উপহার হিসেবে মাদকবিরোধীতার উপরে লেখা প্রকাশিত স্যুভেনির, মগ, টি-শার্ট, মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার পান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (ঢাকা বিভাগ) মোঃ জাফরুল্লাহ কাজল। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর ২২ নং ওয়াডের কাউন্সেলর মোশারফ্ফ হোসেন, মনোচিকিৎসক ডা: আখতারুজ্জামান সেলিম, যশোর সেন্টারের ম্যানেজার আমিরুজ্জআমান লিটন, গাজিপুর সেন্টারের ম্যানেজার মিজানুর রহমান, রিকভারী ও রিকভারী পরিবারের সদস্যগণ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন সাংসদ

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন সাতক্ষীরা-২ আসনের সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সদস্য মীর মোস্তাক আহমেদ রবি। ১৭ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকার ন্যাম ভবনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনি সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ কথা বলেন।

মীর মোস্তাক বলেন, যিনি ধূমপান করেন তিনি যে কেবল নিজেরই ক্ষতি করেন সেটা নয়। বরং তার আশেপাশের মানুষদেরও ক্ষতি করেন। আর এই পরোক্ষ ধূমপানের স্বাস্থ্য ক্ষতি থেকে আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন মিডিয়া ম্যানেজার রেজাউর রহমান রিজভী, প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনি ও অদূত রহমান ইমন। প্রতিনিধি দল এমপি মহোদয়কে তামাক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

এসময় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর

সাতক্ষীরা-২ আসনের সংসদ সদস্য মীর মোস্তাক আহমেদ রবি-র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের একটি প্রতিনিধি দল

রহমান বলেন, বিদ্যমান আইনের যেসব দূর্বলদিক তামাক নিয়ন্ত্রণে বাধা রয়েছে সেগুলো হলো- বিদ্যমান আইনে গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে ধূমপানের সুযোগ রাখা হয়েছে, বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়নি, বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ নয়, ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহ আমদানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

প্রতিনিধি দল এ সম্পর্কীত প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন ও তামাক কর বাড়িয়ে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবের পক্ষে মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, এমপির সমর্থন চান।

এটিজেএফবি-এর সাথে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতবিনিময় সভা

‘পাবলিক প্লেস শতভাগ ধূমপানমুক্ত করণ

স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করার দাবি’

রেস্তোরাঁ, পর্যটন এলাকাসহ পাবলিক প্লেসগুলোকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করতে আইন সংশোধন করে স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক ও বিশিষ্টজনরা। ২৫ জানুয়ারি এক ভার্চুয়ালি সভায় এ দাবি জানানো হয়। সভায় অংশগ্রহণ করেন এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি) এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ।

এটিজেএফবি’র সভাপতি ও এটিএন বাংলার বার্তা সম্পাদক নাদিরা কিরণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান। সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পাদক ও বিএসএস’র অনলাইন ইনচার্জ তানজীম আনোয়ার। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার রেজাউর রহমান রিজভীর সঞ্চালনায় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনি।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, কানাডা, স্পেন, নেপালসহ বিশ্বের ৬৩টি দেশে পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান নিষিদ্ধ করে আইন রয়েছে। অথচ আমাদের দেশের আইনে পাবলিক প্লেসে যেমন চার দেয়ালে আবদ্ধ এক কক্ষ বিশিষ্ট নয় এমন রেস্টুরেন্ট, একাধিক কক্ষবিশিষ্ট গণপরিবহনে (ট্রেন, লঞ্চ) ও অযান্ত্রিক পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত এলাকা বা ধূমপানের স্থান রাখার বিধান রয়েছে। ফলে অধূমপায়ীরাও এসব স্থানে গিয়ে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন। সুতরাং অধূমপায়ীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ৭ বাতিল করে সব ধরনের পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান নিষিদ্ধ করতে হবে।

ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, যিনি ধূমপান করেন না তার অধিকার আছে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য।

এটিজেএফবি’র সভাপতি ও এটিএন বাংলার বার্তা সম্পাদক নাদিরা কিরণ বলেন, আকাশ পথে যদি ধূমপান নিষিদ্ধ থাকে তবে অন্যান্য পাবলিক ট্রান্সপোর্টেও ধূমপান নিষিদ্ধ করতে কঠোর আইন করতে হবে।

হসপিটালিটি সেক্টরে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করার ঘোষণা পর্যটন চেয়ারম্যানের

‘হসপিটালিটি সেক্টরে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অধিভুক্ত সকল হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও স্থাপনাকে পুরোপুরি ধূমপানমুক্ত করার ব্যাপারে আমরা একমত’- বলেছেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. আলি কদর। ১০ মার্চ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সম্মেলন কক্ষে এক সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের যৌথ আয়োজনে ‘শতভাগ ধূমপানমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর গঠনে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে তামাকের ব্যবহার ধাপে ধাপে কমিয়ে আনতে হবে। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহযোগিতায় সভার সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পরিচালক (যুগ্মসচিব) মো. আব্দুস সামাদ। সভায় বক্তব্য প্রদান করেন মো. মোস্তাফিজুর রহমান, লিড পলিসি এডভাইজার, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস, হোসেন আলী খোন্দকার, সমন্বয়কারী

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও সিটিএফকে-এর মতমিনিময় সভা

(অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, মো. তৌফিকুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ রেস্তোঁরা মালিক সমিতি, নাদিরা কিরণ, সভাপতি, এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি), ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রমুখ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে রেস্তোরাঁকে পাবলিক প্লেস হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার পাশাপশি সেখানে ’ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’-এর বিধান রাখা হয়েছে।

মনোহরদীতে নবীন-প্রবীণ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন

অতিথিবৃন্দের কাছ থেকে বিজয়ী দল পুরস্কার গ্রহণ করছেন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) উদ্যোগে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ২৭ মার্চ ২০২২ নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়নের নারান্দি শরাফত আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে "নবীন- প্রবীণ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান" অনুষ্ঠিত হয় । নবীন- প্রবীণ প্রীতি ফুটবল ম্যাচের মাধ্যমে নবীনরা তাদের সেই শৈশবকালের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। নবীন- প্রবীণ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ এস এম কাশেম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনোহরী উপজেলা। তিনি ফুটবল খেলার উদ্বোধন করেন এবং খেলা উপভোগ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি-এর প্রধান কার্যালয়ের কর্মসূচি সমন্বয়কারী (কৃষি) ও প্রবীণ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির ফোকাল পার্সন কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর, ঢাকা জোনের জোনাল ম্যানেজার খায়রুল ইসলাম, সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার মোল্লা আজগর আলী, সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মোঃ মিজানুর রহমান, মনোহরদী শাখা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. শরিফুল ইসলাম এবং প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ। নবীন-প্রবীণ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ এলাকাবাসী খুব আনন্দভরে উপভোগ করেন। এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচে প্রবীণরা নবীনদের ২-১ গোলে পরাজিত করেন। নবীন- প্রবীণ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ শেষে অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের মাঝে প্রধান অতিথি পুরস্কার বিতরণ করেন। ৫টি ইভেন্টে ১৩৫ জন বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমানে ডিজিটাল যুগে ডিএফইডি'র এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবীদার। এর মাধ্যমে নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি হবে এবং তার পাশাপাশি শারীরিক কসরত যা শরীরকে সুস্থ্য রাখতে সহায়তা করবে। তিনি নবীনদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিভিন্ন ডিভাইসের পিছনে সময় ব্যয় না এধরনের শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন খেলার পিছনে সময় ব্যয় শরীর ও মন ভাল থাকবে। উল্লেখ্য, ফুটবল ম্যাচ ব্যতীত প্রবীণদের আরও ৫টি ইভেন্ট ছিল যা উক্ত ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়। ৫টি ইভেন্ট ছিল-প্রবীণ পুরুষদের হাড়িভাঙ্গা, মহিলাদের মিউজিক চেয়ার খেলা, কবিতা আবৃতি, সঙ্গীত পরিবেশন, উপস্থিত বক্তৃতা/রম্য রচনা ইত্যাদি।

মনোহরদীতে প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ (টি –স্টল) এর অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডির) উদ্যোগে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ২৭ মার্চ নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়নের গন্ডারদিয়া সমৃদ্ধি ১ নং ইউনিট অফিসে প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল) এর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৫০০০/- (পনের হাজার) টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়।

প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল)-এর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৫ হাজার টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন

চেক প্রদান অনষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি-এর প্রধান কার্যালয়ের কর্মসূচি সমন্বয়কারী (কৃষি) ও প্রবীণ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির ফোকাল পার্সন কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর, ঢাকা জোনের জোনাল ম্যানেজার খায়রুল ইসলাম, সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার মোল্লা আজগর আলী, সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মোঃ মিজানুর রহমান, মনোহরদী শাখা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. শরিফুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।